Bhatter college ,Dantan

Department of History

Teacher name: Priyaranjan Patra

Class :4th sem (general)

paper: DSC-1D (CC-4) Modern Nationalism in India

Note:Roots of Communalism and Communal Award

Scanned with CamSc

প্রশ্ন 2. *প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে (১৯১৫) কে কোন্ বাঙালি বিপ্লবীকে বাটাভিয়া পাঠিয়েছিলেন?*

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে) বাঘা যতীন জার্মান অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার আশায় মানবেন্দ্রনাথ রায় (প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)-কে বাটাভিয়া (জাভা) পাঠান। উল্লেখ্য যে, এই সময় নরেন্দ্রনাথ ফাদার সি. মার্টিন ছদ্মনাম নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন 3. *কারা তাসখন্দে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন?*

বিপ্লবী এম. এন. রায়, অবনী মুখার্জি, মহম্মদ আলি প্রমুখ ২৪ জন ভারতীয় বিপ্লবীর সহযোগিতায় তাসখন্দে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন (১৯২০ খ্রিস্টাব্দে)।

প্রশ্ন 4. *ভারতে প্রকাশিত প্রথম কমিউনিস্ট পত্রিকার নাম কী? কে এটি প্রকাশ করেন?*

'দি সোশ্যালিস্ট' নামে সাপ্তাহিকটিই ভারতে প্রকাশিত প্রথম কমিউনিস্ট পত্রিকা।

এস. এ. ডাঙ্গে এটি প্রকাশ করেন (১৯২২ খ্রিস্টাব্দে)।

প্রশ্ন 5. *কাকে লাহোরে সাম্যবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ বলা হয়? তাঁর সম্পাদিত মুখপত্রটির নাম কী?*

জনাব গোলাম হোসেন ছিলেন লাহোরে সাম্যবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ।

উর্দু মাসিক 'ইনকিলাব' ছিল তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার নাম।

প্রশ্ন 6. *মাদ্রাজে সাম্যবাদীগোষ্ঠীর জন্মকালে নেতা কে ছিলেন? এই গোষ্ঠীর মুখপত্রটির নাম কী?*

সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার-এর নেতৃত্বে মাদ্রাজে সাম্যবাদীগোষ্ঠীর জন্ম হয়।

'লেবার কিষান গেজেট' ছিল এই গোষ্ঠীর মুখপত্র।

প্রশ্ন 7. *ভারতে কোন্ মামলাটি 'দ্বিতীয় বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খ্যাত? এই মামলার বিচারে কারাদণ্ড হয় এমন একজন বাঙালি কমিউনিস্টের নাম করো।*

'কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা'-টি ভারতে 'দ্বিতীয় বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত (১৯২৪ খ্রি.)।

এই মামলার বিচারে কারারুদ্ধ হন বাঙালি কমিউনিস্ট নেতা মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদ/নলিনী গুপ্ত। *(যে-কোনো একজনের নাম লিখবে।)*

প্রশ্ন 8. *আক্ষরিক অর্থে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে 'দ্বিজ' বলা হয় কেন?*

'দ্বিজ' কথার অর্থ যার দুবার জন্ম। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এম. এন. রায়ের নেতৃত্বে ভারতের বাইরে তাসখন্দে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর ভারতের কানপুরে প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের সভাপতিত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'-র জন্ম দুবার। এজন্য তাকে 'দ্বিজ' বলা যায়।

প্রশ্ন 9. *ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির জন্মলগ্নেই কমিউনিস্টদের সঙ্গে কী কারণে এম. এন. রায়ের বিরোধ বাধে?*

মানবেন্দ্রনাথ রায় চেয়েছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন রাশিয়ার বলশেভিক আন্দোলনের আদর্শেই গড়ে উঠুক। কিন্তু কানপুরে পার্টির প্রতিষ্ঠালগ্নে (১৯২৫) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা মৌলানা হজরত মোহানী বলেছিলেন যে, এটি নিছক একটি ভারতীয় সংস্থা। প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার বলেন, "ভারতীয় কমিউনিজ্‌ম 'বলশেভিজ্‌ম' নয়"।

প্রশ্ন 10. *মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় আসামি দুজন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতার নাম করো।*

বেঞ্জামিন ব্রাডলি ও ফিলিপ স্প্র্যাট নামে দুই ব্রিটিশ কমিউনিস্ট মিরাট ষড়যন্ত্রে অপরাধী বিবেচিত হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন।

প্রশ্ন 11. *'ইন্ডিপেনডেন্স ফর ইন্ডিয়া লিগ' কারা কেন গঠন করেন?*

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু লিগটি গঠন করেন। সমাজতান্ত্রিক উপায়ে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর সংস্কারের উদ্দেশ্যে এটি গঠিত হয়েছিল।

Scanned with CamSc

প্রশ্ন 12. *কবে কোন্ ঘটনা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী শক্তি বৃদ্ধির কথা প্রমাণ করে?*

বিশ শতকের দু-এর দশক থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি বেশ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। পরিশেষে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে 'কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি'-র প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী শক্তিবৃদ্ধির কথাই প্রমাণ করে।

প্রশ্ন 13. *নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) কবে কোথায় গঠিত হয়?*

ভারতের ছোটো ছোটো শ্রমিক সংগঠনগুলি জোটবদ্ধ হয়ে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ে 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' গঠন করে।

প্রশ্ন 14. *ভারতে প্রথম কবে ও কোথায় 'মে দিবস' পালিত হয়?*

ভারতে প্রথম 'মে দিবস' পালিত হয় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মে বোম্বাইয়ে।

প্রশ্ন 15. *কে কত খ্রিস্টাব্দে 'উত্তরপ্রদেশ কিষান সভা' প্রতিষ্ঠা করেন?*

তরুণ কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে 'উত্তরপ্রদেশ কিষান সভা' প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন 16. *'বরদৌলি সত্যাগ্রহ' নামে পরিচিত আন্দোলন গুজরাতের বরদৌলির কৃষকরা কার নেতৃত্বে কত খ্রিস্টাব্দে শুরু করেন?*

কংগ্রেস নেতা বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে 'বরদৌলি সত্যাগ্রহ' অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন 17. *কে কবে অন্ধ্রপ্রদেশে 'রায়ত সভা' প্রতিষ্ঠা করেন?*

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ অন্ধ্রে ১৯৩৩-৩৪ নাগাদ কৃষকদের নিয়ে 'রায়ত সভা' প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন 18. *সুভাষচন্দ্র বসু জাতীয় কংগ্রেসের কোন্ কোন্ অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন?*

সুভাষচন্দ্র বসু মোট দু-বার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রথমবার হরিপুরা কংগ্রেসে (১৯৩৮ খি.) এবং দ্বিতীয়বার ত্রিপুরি কংগ্রেসে (১৯৩৯ খ্রি.)।

প্রশ্ন 19. *গান্ধিজির আপত্তি সত্ত্বেও কোন্ আদর্শের ভিত্তিতে ত্রিপুরি কংগ্রেসে (১৯৩৯) সভাপতি নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেন?*

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ ও নীতিকে কেন্দ্র করেই জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া উচিত—এই আদর্শে বিশ্বাসী থেকেই সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতির অনুরোধ সত্ত্বেও পট্টভি সীতারামাইয়ার বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বলা বাহুল্য নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র ২০৩ ভোটের ব্যবধানে জয়যুক্ত হন।

প্রশ্ন 20. *জাতীয় কংগ্রেস কেন ১৯৩৯-এর ১৭ আগস্ট বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দেয়?*

জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩৯-এর ১১ আগস্ট সুভাষচন্দ্র বসুকে তিন বছরের জন্য কংগ্রেসের কোনো পদ গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। সুভাষচন্দ্র ওই সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তথা বাংলা কংগ্রেসের প্রধান ছিলেন। এই কারণেই কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ১৭ আগস্ট বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দেয়।

প্রশ্ন 21. *মুসলিম লিগ কোন্ দিনটিকে কেন 'নিষ্কৃতি দিবস'রূপে পালন করে?*

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর দিনটিকে মুসলিম লিগ 'নিষ্কৃতি দিবস' (Day of Deliverance) হিসেবে পালন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশের সঙ্গে অসহযোগিতার নিদর্শনস্বরূপ কংগ্রেস পরিষদীয় সমিতি কংগ্রেস মন্ত্রীদের ওই দিন মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়। আনন্দিত মুসলিম লিগ জিন্নার নির্দেশে ওই দিনটিকে 'মুক্তি দিবস' বা 'নিষ্কৃতি দিবস'রূপে পালন করে।

প্রশ্ন 22. *'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় ভারতের কোথায় কোথায় স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়?*

বাংলা দেশের মেদিনীপুরের তমলুক; দিনাজপুরের বালুরঘাট; মহারাষ্ট্রের সাতারা; অসমের নওগাঁ; ওড়িশার তালচের; উত্তরপ্রদেশের বালিয়া, আজমগড় প্রভৃতি স্থানে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

Scanned with CamSc

প্রশ্ন 3 *কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থার উদ্ভবের কারণগুলি লেখো।*

উত্তর

ভূমিকা : বিশ শতকের দু-এর দশক থেকে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেতে থাকে। কংগ্রেসের দুই তরুণ নেতা **সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরুর** মধ্যে এই মতাদর্শের পূর্ণ প্রতিফলন দেখা যায়। জওহরলাল বলেছিলেন—প্রকৃত সামাজিক আদর্শ হল সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট মতাদর্শ ("The true civil ideal is the socialist ideal, the communist ideal")।

উদ্ভবের কারণ : কংগ্রেসে বামপন্থার উদ্ভবের কারণগুলি—

1 রুশ বিপ্লবের প্রভাব : রাশিয়ায় বলশেভিক দলের প্রচেষ্টায় নভেম্বর বিপ্লবের (১৯১৭) সাফল্য ভারতসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার ঘটায়, রুশ বিপ্লবের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ভারতে বিভিন্ন শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন গড়ে ওঠে, যেগুলি পরিচালনা করেন জাতীয় কংগ্রেসেরই বহু শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। *বিপিনচন্দ্র পাল* বলেছেন, ".....জারের স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হওয়ার পর সারা পৃথিবীতে এক নতুন শক্তির উদ্ভব হয়েছে, জনগণের শক্তি।"

2 কংগ্রেসের শীর্ষনেতাদের উদাসীনতা : শ্রমিক, কৃষকদের ব্যাপারে উদাসীন জাতীয় কংগ্রেসের শীর্ষনেতারা কখনোই চাননি জাতীয় আন্দোলনের মূলধারার সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষকরা সরাসরি যুক্ত হোক। গান্ধিজি 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় 'আসামের শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন, "আমরা ধন বা ধনিকের ধ্বংস চাই না, ধনিক ও শ্রমিকদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করতে চাই।"

3 কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা : মানবেন্দ্রনাথ রায় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার তাসখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করার পর এদেশে বেশ কিছু বামপন্থী ও কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ে উঠতে শুরু করে, যেমন বাংলার জাতীয় কংগ্রেসের শ্রমিক স্বরাজ পার্টি, মাদ্রাজে হিন্দুস্থান শ্রমিক কিষান পার্টি, মুম্বাইয়ের কংগ্রেস শ্রমিক পার্টি, পাঞ্জাবের কীর্তি কিষান পার্টি ইত্যাদি। এই সংগঠনগুলি চেয়েছিল কৃষকদের একজোট করে স্বাধীনতার পর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে।

4 জওহরলালের ভূমিকা : জহওরলাল নেহরু জাতীয় কংগ্রেসের শীর্ষনেতা হয়েও সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। লাহোর কংগ্রেসে (১৯২৯) সভাপতির ভাষণে জওহরলাল নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে অভিহিত করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। কিন্তু জওহরলাল কখনোই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা সংগঠন গড়ে তুলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেননি।

5 সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা : সুভাষচন্দ্র প্রথম থেকেই বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি নেহরুর সঙ্গে মিলিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের লক্ষ্যে 'ইন্ডিপেনডেন্স ফর ইন্ডিয়া লিগ' গঠন করেন (১৯২৮)। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—স্বাধীনতা বলতে শুধু রাজনৈতিক বন্দিদশা থেকেই মুক্তি বোঝায় না, সম্পদের সমবণ্টনকেও বুঝিয়ে থাকে (".....freedom implies not only emancipation from political bondage but equal distribution of wealth")।

উপসংহার : কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থা ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার বিকাশে সাহায্য করেছিলেন আচার্য নরেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অচ্যুত পট্টবর্ধন প্রমুখ। দক্ষিণপন্থীদের কাছে সমাজতন্ত্রের ডাক বিপজ্জনক মনে হলেও তাঁরা কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের উদ্ভব (১৯৩৪)-কে ঠেকাতে পারেননি।

Scanned with CamSc

প্রশ্ন 1 ***১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।***

উত্তর

সূচনা: ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব সারা বিশ্বে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ভারতের জাতীয়তাবাদী ও শ্রমিকশ্রেণির একাংশ এবং হতাশাগ্রস্ত বিপ্লবীদের অনেকেই এই ঘটনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। কংগ্রেস ও বিপ্লববাদের কার্যকারিতায় হতাশ হয়ে তাঁরা রাশিয়ার আদর্শে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দেশবাসীর মুক্তির স্বপ্ন দেখতে থাকেন।

এস. এ. ডাঙ্গে

পটভূমি: ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ হলেন **নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য**। ইনি **মানবেন্দ্রনাথ রায়** (এম. এন. রায়) নামে সমধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন **যুগান্তর** দলের সদস্য এবং **বাঘা যতীনের** ঘনিষ্ঠ অনুগামী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে বাঘা যতীনের নির্দেশে জার্মান সাহায্যের আশায় তিনি বাটাভিয়া (জাভা) যান (১৯১৫)। সেখান থেকে আমেরিকা হয়ে তিনি মেক্সিকো যান। এখানেই তিনি মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। এরপর স্বয়ং **লেনিনের** আহ্বানে তিনি রাশিয়া যান (১৯২০)। সেদেশের তাসখন্দে **অবনী মুখার্জি, মহম্মদ আলি** প্রমুখ ২৪ জন প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ১৯২০-র ১৭ অক্টোবর **ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি** প্রতিষ্ঠা করেন। সাতজনকে নিয়ে দলের কর্মসমিতি গঠিত হলেও মানবেন্দ্রনাথই ছিলেন পথপ্রদর্শক। পরের বছরই এই দল **কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল** (কমিনটার্ন)-এর স্বীকৃতি লাভ করে।

Scanned with CamSc

1 কলকাতা ও বোম্বাইয়ে: ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোটো ছোটো কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। কলকাতায় এই গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন **মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদ**। বোম্বাই-এর তরুণ ছাত্র **এস. এ. ডাঙ্গে (শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে)** অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে 'গান্ধি বনাম লেনিন' নামে এক পুস্তিকায় গান্ধিনীতির তীব্র সমালোচনা করেন (১৯২১) এবং পরের বছরই ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট পত্রিকা 'দি সোশ্যালিস্ট' নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন।

2 লাহোর ও মাদ্রাজে: লাহোরে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ হয়ে এগিয়ে আসেন **গোলাম হোসেন**। সেখানে এই গোষ্ঠীর মুখপত্র ছিল তাঁরই সম্পাদিত 'ইন্‌কিলাব'। **মাদ্রাজে** কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন প্রবীণ **সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার**। এঁদের মুখপত্র ছিল 'লেবার কিষান গেজেট'।

3 ভারতের অন্যান্য জায়গায়: ১৯২৩ থেকে ১৯২৫-এর মধ্যে **করাচি, কানপুর, বারাণসী**সহ বৃহৎ শিল্পাঞ্চলগুলিতে বেশ কিছু কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু সাম্যবাদী পত্রপত্রিকাও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। ওইসব পত্রপত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কলকাতার 'ধূমকেতু' ও 'আত্মশক্তি'; বোম্বাইয়ের 'ক্রান্তি'; লাহোরের 'ইন্‌কিলাব'-এর সঙ্গে 'কীর্তিকিষান'; গুন্টুরের 'নবযুগ' প্রভৃতি।

সরকারি দমননীতি: সরকারও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি। এদেশে সাম্যবাদের প্রসার রোধ করতে ১৯২২ থেকেই বিভিন্ন কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেফতার করে সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করে। এই সময়ই রাশিয়া থেকে গোপনে এদেশে আগত বেশ কিছু বিপ্লবীকে গ্রেফতার করে শুরু হয় **ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট-বিরোধী মামলা—পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা** যা **প্রথম বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা** নামেও পরিচিত। এইভাবেই ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদকে গ্রেফতার করে পুলিশ শুরু করে **কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা** নামে খ্যাত **দ্বিতীয় বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলাটি**। শুধু তাই নয়, এই মামলায় জড়িয়ে দিয়ে **ডাঙ্গে, শওকৎ ওসমানি** ও **নলিনী গুপ্তকে**ও জেলে পাঠানো হয়। এতেও কিন্তু ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন স্তব্ধ হয়নি।

ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা: অবশেষে ভারতের ওইসব কমিউনিস্ট গোষ্ঠী যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য ১৯২৫-এর ২৬ ডিসেম্বর কানপুরে মাদ্রাজের প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার-এর সভাপতিত্বে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় **ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি** (সি পি আই)। বোম্বাইয়ের শ্রমিক নেতা **এস. বি. ঘাটে** হন এই দলের প্রথম সাধারণ সম্পাদক।

ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস্ পার্টি প্রতিষ্ঠা: এই সময় কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলির পক্ষে প্রকাশ্যে কাজ করার নানা অসুবিধা ছিল। তাই কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের কাজকর্মে হতাশ কিছু সাম্যবাদী যুবক শ্রমিক-কৃষকদের স্বার্থে সরাসরি কাজ করার জন্য ১৯২৫-এর ১লা নভেম্বর কলকাতায় **দ্য লেবার স্বরাজ পার্টি অব্ দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস** প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এই দলের নাম বদল করে **ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস্ পার্টি** রাখা হয়। বাংলায় **মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদ**, বোম্বাইয়ে **এস. এস. মিরাজকর**, উত্তরপ্রদেশে **পি. সি. যোশি**, পাঞ্জাবে **সোহন সিং** এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন।

মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা: এরপর ভারত সরকার আরও তৎপর হয়ে ওঠে। তারা কমিউনিস্টদের এই প্রভাব (বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণির ওপর) বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাই আর দেরি না করে তাদের দমনের জন্য উঠেপড়ে লাগে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২০শে মার্চ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন ৩২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। শুরু হয় **মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা**। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টিকেও নিষিদ্ধ করা হয়। গ্রেফতার হওয়া ওইসব নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন **মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদ, এস. এ. ডাঙ্গে, এস. এস. মিরাজকর, পি. সি. যোশি, শিবনাথ ব্যানার্জি, গঙ্গাধর অধিকারী, ধরণী গোস্বামী** প্রমুখ।

উপসংহার: প্রচুর বাধাবিপত্তি স্বত্ত্বেও কমিউনিস্ট আন্দোলন কিন্তু দমে যায়নি, তবে থমকে গিয়েছিল। কমিউনিস্টরা তখন জাতীয় কংগ্রেস ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকেন। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার পর কংগ্রেস নেতা এবং মুসলিম লিগ সভাপতি **মৌলানা হজরৎ মোহানি** বলেন যে, নবগঠিত এই দলের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই—এটি নিছক একটি ভারতীয়

Scanned with CamSc

১৮.১০ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পরিষদীয় রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন

১৯৩২ সালের ১৭ আগস্ট ম্যাকডোনাল্ডের সরকার ভারতবর্ষকে "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" (Communal Award) উপহার দেয়। গান্ধি আগেই ব্রিটিশ সরকারকে জানিয়েছিলেন যে—মুসলমান ও শিখদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করা হলে কংগ্রেস বাধা দেবে। কিন্তু ম্যাক্‌ডোনাল্ডের বাঁটোয়ারা নীতিতে মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, দলিত সকলের জন্যই পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী (Separate electorate) রাখা হয়। দলিতদের জন্য পৃথক আসনের ব্যবস্থা করে সরকার তাঁদের অন্যান্য হিন্দুদের থেকে আলাদা করে দেয়। 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' বাংলা ও আসামে ইউরোপীয়দের যথেষ্ট বেশি সংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়েছিল। গোটা ভারতের মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.১ শতাংশ ছিলেন ইউরোপীয়। অথচ তাঁদের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখা হয়।

বিপান চন্দ্র বলেছেন—কংগ্রেস পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধী হলেও, সংখ্যালঘুদের সম্মতি ছাড়া সে অ্যাওয়ার্ড পরিবর্তনের পক্ষে নয়। তাই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতির সঙ্গে কংগ্রেস দ্বিমত পোষণ করলেও কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে এই নীতি গ্রহণ বা বর্জন কোনোটাই করবে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার—মহম্মদ ইস্পাহানি বলেছিলেন যে, ১৯৩০ সালের প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে মুসলিম নেতারা যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর প্রস্তাব দেন। কিন্তু হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি যখন ঘোষিত হয়, গান্ধি তখন ইয়েরাভাড়া জেলে। দলিত ও নিপীড়িত শ্রেণীগুলিকে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে ধরে নিয়ে তাদের হিন্দুদের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াসের তীব্র বিরোধিতা করেন গান্ধিজি। বিপান চন্দ্র বলেছেন—গান্ধি ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে হিন্দু ধর্ম ও দলিত উভয়ের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করেছিলেন। গান্ধির মতে দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও পৃথক আসন সংরক্ষণের অর্থ ছিল অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটানো। গান্ধি অবশ্য দলিত ও নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের জন্য আরও বেশি আসন সংরক্ষিত রাখার বিষয়ে আপত্তি করেননি, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলী দলিত প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করুক। তিনি তাঁর দাবি পূরণের জন্য ১৯৩২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ইয়েরাভাড়া জেলে অনশন শুরু করেন। রাজনীতি

Scanned with CamSc

সচেতন বহু ভারতীয়ই এই অনশনকে চলতি রাজনৈতিক ঘটনা থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার প্রয়াস বলে মনে করেছিলেন।

গান্ধিজির অনশন আসলে বি. আর. আম্বেদকর সহ অন্যান্য দলিত ও নিপীড়িত শ্রেণীর নেতাদের চাপের মধ্যে রেখেছিল এবং তাঁরা যত শীঘ্র সম্ভব একটি সমাধানে আসতে বাধ্য হন। শেষপর্যন্ত পুনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন ঘনশ্যামদাস বিড়লা, ঠাকুরদাস, ওয়ালচাঁদ হিরাচাঁদ, মদনমোহন মালব্য, সপ্রু, জয়াকর, রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং আম্বেদকর। স্বাক্ষরকারীদের এই তালিকা প্রমাণ করে যে, আম্বেদকরকে কতটা চাপের মধ্যে রাখা হয়েছিল। পুনা চুক্তির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দলিতদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিষয়টি বাতিল করা হয়। অ্যাওয়ার্ডে প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে দলিতদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ছিল ৭১। পুনা চুক্তি অনুযায়ী এই সংখ্যা বাড়িয়ে ১৪৭ করা হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভায় দলিতদের জন্য ১৮ শতাংশ আসন সংরক্ষিত হয়। মুক্তি পাওয়ার পর গান্ধিজি পরবর্তী ২ বছরের জন্য হরিজন আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি *হরিজন* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ভাইসরয় ১৯৩৩ সালের ১ নভেম্বর ভারত-সচিবকে লেখেন—"গান্ধির অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনে মগ্ন থাকার কতকগুলি সুবিধা আছে ; তা রাজনৈতিক বিষয় ও আইন অমান্য থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেবে।" ভারত-সচিবও সন্তোষ প্রকাশ করেন—"বহু কংগ্রেস কর্মীর উৎসাহ গান্ধির অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের দিকে নিয়োজিত হয়েছে" (The interest of many Congress workers has now been diverted to Mr. Gandhi's campaign against untouchability.)।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ নিয়ে গান্ধির আন্দোলন আম্বেদকরের পছন্দ হয়নি। তিনি ১৯৩২ সালের অক্টোবরে গান্ধিকে লেখেন—"নিম্নবর্ণের জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া, উচ্চবর্ণের সঙ্গে বসে খাওয়া ও এই ধরনের অন্যান্য বিষয়ের প্রতি আমার কোনো উৎসাহ নেই, কারণ তাসত্ত্বেও আমরা দুর্দশা ভোগ করি। আমি শুধু চাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার অবসান ঘটুক" (I have no interest in the temples being thrown open, common dinner and the like, because we suffer thereby. I only want that social and economic hardships should end.)। গান্ধিজির কাছে অস্পৃশ্যতার বিষয়টি ছিল একটি ধর্মীয় ব্যবস্থা, আর আম্বেদকর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমস্যাটিকে ধরতে চেয়েছিলেন।

পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে পেয়েছিল 'বিভেদ ও শাসন' নীতির দ্বারা প্রভাবিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। তারপর কংগ্রেস কর্মীদের

Scanned with CamSc

অনেকেই আইনসভার রাজনীতিতে ফিরে যেতে আগ্রহী হন। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের পরিবর্তে ঔপনিবেশিক সরকার প্রদত্ত সংবিধান গ্রহণ করে ও তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। আইন অমান্য আন্দোলনকে হরিজন আন্দোলনের বেদিতে বলি দেওয়া হল। হরিজন আন্দোলনকে উদার আর্থিক সাহায্য দিলেন বিড়লা। ১৯৩৪ সালের ৩ আগস্ট ঘনশ্যাম দাস বিড়লা ঠাকুরদাসকে লিখলেন—"আমরা যারা স্বাস্থ্যকর পুঁজিবাঁদের প্রতিনিধিত্ব করি তাদের গান্ধিজিকে যতটা সম্ভব সাহায্য করা উচিত" (Some of us who represent the healthy capitalism should help Gandhiji as far as possible.)। গান্ধিজির হরিজন আন্দোলনে আত্মনিয়োগ ব্যবসায়ী-শিল্পপতি গোষ্ঠীর সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের আইনসভা রাজনীতি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আসন্ন অভ্যুত্থানের আশঙ্কা থেকে মুক্তি দিল।

১৯২০-৩২ এই সময়কালে গান্ধিজির নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নানা দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। একথা অনস্বীকার্য যে গান্ধির নেতৃত্বেই কংগ্রেস একটি গণ-পার্টিতে পরিণত হয়েছিল। গান্ধিজির আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ। গান্ধিজির নামটি পরাধীন ভারতবাসীর কাছে একটি কল্পকথায় পরিণত হয়েছিল। সাধারণ ভারতবাসীর কাছে গান্ধির নামের প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী ছিল, তার চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায় সতীনাথ ভাদুড়ির *ঢোঁড়াই চরিত মানস* উপন্যাসে। গ্রামে-গঞ্জে গুজব ছড়িয়ে গিয়েছিল যে, গান্ধিরাজ আসন্ন প্রায়। যারা গান্ধির নামে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, অসহযোগের সময়ই হোক বা আইন অমান্যের সময়ই হোক, তাঁরা যে গান্ধিবাদী অহিংস সত্যাগ্রহের পথ মেনে আন্দোলন করেছিলেন, তেমন নয়। আবার গান্ধিজিও অহিংস পথের বিচ্যুতি কখনোই মেনে নেননি। অথচ মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক সকলেরই অনুপ্রেরণা ছিলেন গান্ধিজি, অসহযোগের সময় কলকাতার ট্রাম শ্রমিক থেকে আসাম চা বাগানের শ্রমিকরা স্লোগান দিয়েছিলেন 'গান্ধি মহারাজ কি জয়'! যুক্তপ্রদেশ থেকে অন্ধ্র—সব অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলেন, অচিরেই গান্ধিরাজ কায়েম হতে চলেছে এবং তখন তাদের জমিদারি খাজনা বা সরকারি ভূমি রাজস্ব দিতে হবে না। আইন অমান্যের সময়ও একই ঘটনা ঘটেছিল। সূর্য সেনের বিপ্লবী অনুগামীরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে স্লোগান দিয়েছিলেন—'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক', 'গান্ধিরাজ কায়েম হল'। ১৯৩০ সালের মে মাসে গান্ধির গ্রেপ্তারের খবরে শোলাপুরের মিল শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং সেখানে সরকারি বন্দোবস্ত পুরোপুরি অচল করে দেন। অথচ গান্ধি জঙ্গি কৃষক আন্দোলন ও শ্রমিক অভ্যুত্থানকে বা বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে কখনোই সমর্থন করেননি। তিনি প্রকাশ্যেই

Scanned with CamSc

বলতেন অহিংস সত্যাগ্রহের পথকে সফল করার জন্য, তিনি স্বরাজের আদর্শ ত্যাগ করতেও প্রস্তুত। চৌরিচৌরার সহিংস ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার তাই অনেককেই ক্ষুব্ধ করেছিল। তেমনই ভগৎ সিং ও তাঁর কমরেডদের মৃত্যুদণ্ড মকুবকে আইন অমান্য প্রত্যাহারের শর্ত হিসাবে না রাখার জন্যও তিনি সমালোচিত হয়েছেন। গান্ধি হয়তো নিজের বিশ্বাস ও আদর্শের প্রতি অবিচল ছিলেন, কিন্তু যে হাজার হাজার মানুষ তাঁর ডাকে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, সেই আন্দোলন থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে সবসময় তিনি আন্দোলনকারীদের প্রতি সুবিচার করেননি। আন্দোলন প্রত্যাহার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সুবিধা দিয়েছিল এবং গান্ধিবাদী নেতৃত্বের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল।

Scanned with CamSc